অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা ভাতা/অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, বুধবার, ৯ ভাদ্র ১৪২৩, ২৪ আগস্ট ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
সাংবাদিক সহায়তা-ভাতাপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারবর্গ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

অসুস্থ, অসচ্ছল ও দূর্ঘটনাজনিত আহত ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা ভাতা/অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আগস্ট বাঙালির শোকের মাস। গভীর শ্রদ্ধারসাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদকে।

আমি ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের ভয়াবাহ গ্রেনেড হামলায় নিহতদের আমি স্মরণ করছি। আহতদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

সাংবাদিকদের কল্যাণে ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট’ স্থাপনে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ কাজ করেছে। এ বিষয়ে আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম জাতির পিতার কাজ থেকে। জাতির পিতা সংবাদপত্রে কাজ করতেন। তিনি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে এ সম্পর্কে অনেক কথাই লিখেছেন (পৃষ্ঠা:৮৮)। সেদিক থেকে আমিও গণমাধ্যম পরিবারেরই একজন সদস্য।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি তখন চারিদিকে বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেখে যাওয়া দুঃশাসনের চিত্র। বিএনপি-জামাত জোট ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ লালন করেছে। সাংবাদিক হত্যা করেছে। তারা তাদের পাঁচ বছরে ১৮ জন সাংবাদিককে হত্যা করেছিল। অসংখ্য সাংবাদিককে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

২০০১ পরবর্তী সময়ে শুধু নৌকায় ভোট দেওয়ার অপরাধে মানুষের চোখ উপড়ে ফেলা, মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তখন চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ গোপলকৃষ্ণ মুহুরি, খাগড়াছড়ির হিন্দু পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামী, রাউজানের বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরোসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক ধর্মীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটসহ হেন অপরাধ নাই যা জোট সরকার করেনি।

২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা, শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যা, আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা, ব্রিটিশ হাই কমিশনারের ওপর বোমা হামলা, দেশব্যাপী ৫শ’ স্থানে সিরিজ বোমা হামলা বিএনপি-জামাত জোট আমলের চিত্র। বাংলা ভাই ছিল তাদের সৃষ্টি। দেশের সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও জঙ্গিবাদের শিকড় হচ্ছে বিএনপি-জামাত।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর দেশের প্রতিটি সেক্টরকে ঢেলে সাজাই। বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করি। অন্যান্য পেশাজীবিদের মত সাংবাদিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেই। আজকে নিয়ে আমরা ৫ম বারের সাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুদান প্রদান করছি।

আমরা 'সাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুদান নীতিমালা-২০১২' প্রণয়ন করেছি। এর আলোকে আমরা অসুস্থ, অসচ্ছল, আহত এবং নিহত সাংবাদিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অনুদান দিয়ে আসছি। এবার এ ট্রাস্ট হতে ১৯৬জন সাংবাদিককে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

এ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য আমরা ইতোমধ্যেই 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৪' প্রণয়ন করেছি। এ আইনের আওতায় একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা 'সংবাদপত্র কর্মী (চাকুরির শর্তাবলী) আইন-২০১৫' এর খসড়া প্রণয়ন করেছি। সাংবাদিকদের জন্য প্লট অথবা ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যেই অনেক সাংবাদিক প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। সংখ্যানুপাতিক হারে একক পেশাজীবী হিসেবে আমার মনে হয় সাংবাদিকগণই সবচেয়ে বেশি প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন।

আমরা গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য অষ্টম ওয়েজ বোর্ড চালু করেছি। যেসব পত্রিকা ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে, তাদের বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ করা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা সকল পত্রিকাই ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সাংবাদিকদের কল্যাণে ভূমিকা রাখবে।

আমরা সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। এ নীতিমালার আওতায় সম্প্রচার কমিশন আইন প্রণয়ন করা হবে। যত শিগগির সম্ভব এ আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করি।

আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। এছাড়া ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমাদের সরকারই এদেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আজ দুই ডজনেরও বেশি বেসরকারি টেলিভিশন কাজ করছে। অনেকগুলো চ্যানেল চালুর অপেক্ষায়। পাশাপাশি চলছে এফএম রেডিও ও কমিউনিটি রেডিও। পত্র পত্রিকার সংখ্যাও বাড়ছে। এরফলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের কাজের পরিধি ও ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিযোগিতা বেড়েছে। একটা সময় ছিল সাংবাদিকরা কাজ করে বেতন পেতেন না। তখন এটা ছিল তাঁদের নেশা। এখন সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাংবাদিকদের বেতন-ভাতাও এখন মানসম্মত। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা উচ্চমানের এবং মর্যাদাপূর্ণ।

সুধিমন্ডলী,

দেশে বর্তমানে অসংখ্য অন-লাইন গণমাধ্যম চালু রয়েছে। ডিজিটাল তথ্য-প্রযুক্তির সুবাদে অন-লাইন গণমাধ্যমের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। এই অন-লাইন গণমাধ্যমকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে আমরা 'অন-লাইন গণমাধ্যম নীতিমালা' প্রণয়ন করছি। অচিরেই এ নীতিমালা বাস্তবায়ন হবে।

সাংবাদিকদের দক্ষতার উন্নয়নের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছি। গত ৫ বছরে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১২ হাজারেরও বেশি সাংবাদিককে বিনাখরচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পিআইবিতে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। চলচ্চিত্র শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

আমরা দেশে বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক সাংবাদিকতার চর্চা দেখতে চাই। স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির সাংবাদিক নামধারী ব্যক্তিবর্গ সমাজে হলুদ সাংবাদিকতা চর্চার চেষ্টা করছে। আপনাদের পেশার স্বার্থে এসব ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আপনাদেরই সোচ্চার হতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

বিএনপি-জামাতের গণতন্ত্র বিরোধী অপকর্ম, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গি-সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন জনবিরোধী ইস্যুতে আমরা আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি। এজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকাকে শ্রদ্ধা করি। আবার অনেকে সত্যের বিপরীতেও অবস্থান নেয়। তাদের সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তাদের বিবেক জাগ্রত হোক- সে প্রার্থনাই করি। আমার প্রত্যাশা, দেশ ও জাতির কল্যাণে গণমাধ্যম সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের কলমি যুদ্ধকে অব্যাহত রাখবে।

সমালোচনাকে আমি কখনই ভয় পাই না। গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সমালোচনার নামে যদি ব্যক্তি আক্রমণ হয়, চরিত্র হনন করা হয়, তখন তাকে সাংবাদিকতা বলা যায় না।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, মিডিয়ায় একবার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খারাপ কিছু প্রচার হলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়ার কোন উপায় থাকে না। হাজার সংশোধনী দিলেও মানুষের মন থেকে আগের ধারণা মুছে ফেলা যায় না। কাজেই অযথা যাতে কারও চরিত্র হনন না করা হয়, সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

ভাতা ও অনুদানপ্রাপ্ত প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আমরা যে ভাতা দিচ্ছি তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবু আশা করব এই অর্থ সামান্য হলেও আপনাদের উপকারে আসবে। অর্থের পরিমাণ এবং অনুদানের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। দেশের প্রবৃদ্ধি এখন ৭.০৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ১০ বছরে মধ্যে সর্বনিম্ন মাত্র ৫.৪৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেড় কোটি মানুষকে চাকুরি হয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থান ৩১ লাখ। ৭৮ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ২০২১ এর আগেই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিব ইনশাল্লাহ্।

ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার ২০০ প্রকারের প্রযুক্তিসেবা দিচ্ছে। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নামে ২০০১টি ডিজিটাল ল্যাব নির্মাণ করা হয়েছে। সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত আছে। এখন ইন্টারনেট গ্রাহক ৫ কোটি ৭ লাখ ৭ হাজারের বেশী। আমরা থ্রি-জি সেবা চালু করেছি, অচিরেই ফোর-জি চালু করবো।

আমরা পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করেছি। মেট্রোরেল ও বিআরটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালে পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলবে বলে আশা করি।

ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমার প্রত্যাশা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হব, ইনশাল্লাহ্।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ''স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, তা রক্ষা করা তার চেয়েও কষ্টকর। স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তবু বিপ্লবের পরে ছ'মাসের মধ্যে আপনারা যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন, ততখানি স্বাধীনতা এদেশে এর পূর্বে কেউ পায় নাই''।

আমি আশা করি দেশের সাংবাদিগণ তাঁদের পেশাগত স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ায় নিবেদিত হবেন। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরতে ভূমিকা রাখবেন।

আজ যেসকল সাংবাদিক আমাদের মাঝে নেই, আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আপনাদের পরিবারের অব্যাহত কল্যাণ কামনা করছি। আপনাদের নিরাপদ পেশাগত জীবন কামনা করছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...